দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

006

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া

গত ২৭ জুলাই থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বন্ধ রয়েছে তাদের লেখা-পড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তাদের বুদ্ধি-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ এমনকি কর্মস্পৃহার পথ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থার সুবাদে কোন ছাত্র যতই লেখাপড়া করুক না কেন, সে যত বেশীই জানুক না কেন— সার্টিফিকেট ছাড়া তার সে শিক্ষার কোন স্বীকৃতি নেই। এমনকি চাকরি কিংবা অন্য যে কোন কাজের জন্য ইদানীং দুই-চার বছরের অভিজ্ঞতা ছাড়া আবেদন করারই সুযোগ নেই। পত্র-পত্রিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসমূহ পড়লেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

সুতরাং এই বিবিধ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ হাজার তরুণ ছাত্র-ছাত্রী কিভাবে কাটাচ্ছে এই অনাকাঙ্ক্ষিত, অনির্ধারিত বন্ধকালীন সময়— তা জানতে ইচ্ছে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে কার এত মাথা ব্যথা? দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ তো এখন গুটিকতক সন্ত্রাসবাদী যুবকদের হাতের মুঠোয়। তাদের হাতের কল-কাঠিতে ঘুরছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন। দেশে মস্তান পাকড়াও অভিযান চলছে। এদের অত্যাচারে না-কি গুটিকতক শহরের জন-জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। কিন্তু যেসব ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসবাদীদের কারণে সমগ্র দেশের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে— সেসব অনিষ্টকারীদের বিরুদ্ধে কি কোন অভিযান চালানো উচিত নয়?

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোত অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধের পরিমাণ বেড়ে চলেছে যে হারে তাতে দেশের সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ যেমন কলুষিত হয়েছে; তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এসব বন্ধের কারণে যত বেড়েছে সেশনজট— তত ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হয়েছে। শিক্ষা পরবর্তী সময়ে কাজের কোন নিশ্চয়তা না থাকায় এই মানসিক অনিশ্চয়তা বেড়েই চলেছে। যেমন চলতি বন্ধকালীন সময়ের কথা বলা যেতে পারে। এই সময়ে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীরা কি করছে? বাড়ীতে বসে থেকে তো তাদের কোন কাজ নেই। তারা এ-ও ভাবতে পারে না যে, তাদের কি করা উচিত। অভিভাবকসহ সমাজের সকলের করুণ দৃষ্টির সামনে প্রতিনিয়ত তাদের মাথা হেঁট করে চলতে হচ্ছে। এভাবে তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব পরিণত হচ্ছে মানসিক অস্থিরতায়।

এভাবেই সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণে যুবকরা নৈতিকতাবর্জিত হয়ে পড়ে। সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান না পেয়ে পরিচালিত হয় বিপথে। আর সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিপথগামী যুবকরা সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা তো এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। সবাই তো চায় সামাজিক অবক্ষয় বন্ধ হোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীরা ক'দিন আগে সমাপনী অনুষ্ঠানে একথারই প্রতিধ্বনি তুলেছে। তারা শপথ করেছে যে, কর্মজীবনে তারা দুর্নীতি করবে না। কিন্তু একথা শুনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীরা কি ভাবছে? তাদের তো ইতোমধ্যেই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। একই সমাজে, একই দেশে বাস করে কেউ পরীক্ষা শুরুর প্রতীক্ষায় রয়েছে আর কেউ অনিশ্চয়তায় ভুগছে কবে খুলবে বিশ্ববিদ্যালয়, কবে ঘোষিত হবে পরীক্ষা তারিখ। আমরা এই অবস্থার অবসান চাই।

—নফিজ উদ্দিন খান